বিজেপি পার্টি অফিস ভাঙচুর, তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : পর্ণশ্রীতে বিজেপির পার্টি অফিসে ভাঙচুরের ঘটনায় মদত দেওয়ার অভিযোগে বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল পুলিশ। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সোমবার প্রার্থীর বিরুদ্ধে পর্ণশ্রী থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। সূত্রের খবর, রবিবার দুপুরে পর্ণশ্রী ফ্লাইং ক্লাবের কাছে বিজেপি কার্যালয়ের লাগোয়া এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা দলীয় প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের পোস্টার টাঙাতে যান। সেখানেই বাধা দেন বিজেপি সমর্থকরা। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বাধা দিতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। অভিযোগ, এরপরেই বিজেপির কার্যালয়ে ভাঙচুর চালান তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। কার্যালয়ের গেটও ভাঙচুর করা হয়। ইন্দ্রনীল খাঁর পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগও ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পর্ণশ্রী থানার পুলিশ। এই ঘটনায় রবিবার দক্ষিণ কলকাতার পর্ণশ্রী এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক অশান্তির আবহে পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি সমর্থকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বেহালা পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁর নেতৃত্বে পর্ণশ্রী থানা বেশ কিছুক্ষণ ঘেরাও করে রাখা হয়। এরপর তাঁরা তৃণমূলের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। রত্না চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি

তৃণমূলের আরো ৬জনেরও নাম রয়েছে এফআইআরে। এরইমধ্যে পর্ণশ্রী থানায় যান তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ও। সেসময় তিনি বিজেপির বিক্ষোভের মুখে পড়েন। বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা তাঁকে ঘিরে ‘চোর চোর’ স্লোগান দিতে থাকেন। এর জবাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাও রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ও পালটা স্লোগানে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়, যা ক্রমে ধস্তাধস্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। থানার সামনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা পুলিশি ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে। এরপর অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়। যদিও কিছু সময়ের জন্য এলাকায় চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। বিজেপির বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করে তৃণমূল কংগ্রেস। ঘটনার পর রাজনৈতিক চাপানউতোর চরম আকার নেয়। বিজেপির- দাবি, সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে তাণ্ডবের চিত্র। তা সত্ত্বেও পুলিশ কোনো পদক্ষেপ করেনি। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন বিজেপির কর্মীরা। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তেজনা ছড়াতে এই অভিযোগ তুলছে ও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘এই ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’ গোটা ঘটনাকে নিয়ে এলাকায় টানটান উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনও বিষয়টির ওপর নজর রাখছে। উল্লেখ্য, রত্না চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে বেহালা পূর্বের বিদায়ী বিধায়ক। এবার তাঁকে বেহালা পশ্চিমের প্রার্থী করেছে দল। এই কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ ও সিপিআই(এম) টিকিট দিয়েছে নিহার ভক্তকে। রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বদলে বেহালা পূর্বের হয়ে লড়ছেন শুভাশিস চক্রবর্তী।

বারুইপুরে মনোনয়নপত্র জমা তৃণমূল প্রার্থীদের

২৩৫ আসন পাব : বিমান ব্যানার্জি

প্রদীপকুমার সিংহ, বারুইপুর : সোমবার বারুইপুর মহকুমাশাসকের দফতরে মনোনয়নপত্র জমা দেন বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বারুইপুরের সোনারতরী কমপ্লেক্সের সামনে থেকে প্রায় ৫০০- ৬০০ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে বর্ণাঢ্য মিছিল করে বারুইপুর রেলগেট পর্যন্ত পায়ে হেঁটে আসেন প্রার্থী। সঙ্গে ছিলেন বারুইপুর পুরসভার পুরপ্রধান শক্তি রায়চৌধুরী, উপ পুরপ্রধান গৌতম দাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের প্রাণী ও মৎস্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, বারুইপুর পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর। একইসঙ্গে বর্ণাঢ্য মিছিল করে মহকুমাশাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন সোনারপুর উত্তরের প্রার্থী ফিরদৌসী বেগম। বারুইপুর রবীন্দ্রভবনের সামনে দিয়ে বারুইপুর হাসপাতাল পর্যন্ত প্রায় ৩০০-৪০০ জন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে মিছিল করে এসে মনোনয়ন জমা দেন জয়নগরের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ৬জন প্রার্থী ও এসইউসিআই-এর ১জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন। এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর প্রত্যেকেই জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বলে জানান। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘এবারের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস ২৩৫টি আসন পাবে।’ অন্যদিকে, সোনারপুর উত্তরের প্রার্থী ফিরদৌসী বেগম বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেন,

‘বিরোধীরা রাজ্যের কোনো উন্নয়ন করতে পারেনি। বাংলার মানুষ এখনও তৃণমূলের সঙ্গেই রয়েছে।’ জয়নগর কেন্দ্রের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাসও জয়ের বিষয়ে আশাবাদী। তিনি বলেন, ‘ফের নির্বাচিত হলে গুড় সংরক্ষণের মাধ্যমে এলাকার মিষ্টি শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।’ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মহাবুল ইসলাম, কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রূপা হালদার, জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডক্টর জগন্নাথ কুমীর, সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শুভ্রতা দত্ত, বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অসিতলাল নাথ, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রতাপ মণ্ডল মনোনয়ন জমা দেন। এসইউসিআইএর পক্ষ থেকে বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী মনোনয়ন জমা দেন।

বারাকপুরে তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা পড়ল

প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর : সোমবার কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় বারাকপুর প্রশাসনিক ভবন সহ তার আশপাশ এলাকা। কেন্দ্রীয়বাহিনীর পাশাপাশি বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয় বারাকপুর প্রশাসনিক ভবনের নিরাপত্তায়। এদিন বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অধীন নোয়াপাড়া, জগদ্দল, নৈহাটি, কামারহাটি, বীজপুরের তৃণমূল প্রার্থীরা বারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন জমা দেন। এদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন কামারহাটি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র। এদিন মদন মিত্র বলেন, ‘২৫০টির বেশি আসন নিয়ে তৃণমূল আবার সরকার গড়বে।’ জগদ্দল বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সোমনাথ শ্যাম মনোনয়ন জমা দিতে এসে বলেন, ‘বাংলার বাঘিনী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দিন রাত উন্নয়ন করেছেন তাতে বাংলার ঘরে ঘরে তাঁকে মানুষ মেনে নিয়েছে। তাই এবারও তৃণমূল দলের জিত নিশ্চিত। বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ৭টি আসন তৃণমূল জিতবে আর ভাটপাড়া আসনটি অর্জুন সিংয়ের ছেলে পবন সিংয়ের থেকে ছিনিয়ে আনবে তৃণমূল।’ এদিন মনোনয়ন জমা দিতে এসে নিজের জয়ের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত বলে জানান নোয়াপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। তিনি জয়ের ব্যাবধান ৫০ হাজারের বেশি হবে বলেও জানান। অন্যদিকে, মনোনয়ন জমা দেন বীজপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুবোধ অধিকারী। এদিন তৃণমূল প্রার্থীর মতো কয়েকজন বিজেপি প্রার্থীও বারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে এসে মনোনয়ন জমা করেন। এদের মধ্যে বরানগরের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ দলের কিছু কর্মীদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এদিন তিনি তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন, ‘রাজা চলে বাজার কুত্তা ভৌকে হাজার। মনোনয়ন জমা দিতে যেমন বারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে এসেছি ঠিক তেমনভাবেই ৪ তারিখ ভোটে জিতে জয়ের শংসাপত্র নিতে আসব।’

বারাবনির তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে জনজোয়ার

রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, বারাবনি : সোমবার বারাবনির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিধান উপাধ্যায় সিধাবাড়ি, বাথনবাড়ি, হদলা ও বাঁশকেটিয়া সহ বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় প্রচার সারেন। এদিন প্রতিটি গ্রামে তৃণমূল প্রার্থী পৌঁছোনো মাত্রই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। প্রতিটি গ্রামে ঢোকার মুখে গ্রামবাসীরা তাঁকে পুষ্পবৃষ্টি করে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেখে অভিভূত প্রার্থী। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন ও উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। এদিনের এই বর্ণাঢ্য প্রচার কর্মসূচিতে প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় নেতৃত্ব সহ জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আরমান, সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ভোলা সিং সহ আরো অনেকে। প্রচার চলাকালীন তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, গত কয়েক বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। এই উন্নয়নের নিরিখেই বারাবনি আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বিধান উপাধ্যায়। অন্যদিকে, প্রার্থীর এই নিবিড় জনসংযোগ বিরোধীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গেট মেরামতির জন্য একাধিক ট্রেনের সময় বদল ও বাতিল

সুখবর ব্যুরো : রানাঘাট স্টেশন সীমার মধ্যে ৫৭/ই নম্বর গেটের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ৭ ও ৮ এপ্রিল থেকে ৯ ও ১০ এপ্রিল পর্যন্ত রাত ১১টা ৪৫ মিনিট থেকে ২টো ৪৫ মিনিট পর্যন্ত মোট ১৮০ মিনিটের ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক করা হবে। এর ফলে একাধিক ট্রেনের চলাচলে বদল আনা হয়েছে। রানাঘাট-কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেনটি বাতিল থাকবে ৭, ৮ ও ৯ এপ্রিল। এছাড়া শিয়ালদহ-শান্তিপুর লোকাল রানাঘাট পর্যন্ত চলবে। শিয়ালদহ-লালগোলা প্যাসেঞ্জার শিয়ালদহ থেকে ৯০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে ও কৃষ্ণপুরে যাত্রা শেষ করবে। লালগোলা-শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার লালগোলা থেকে ৩০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। ৭, ৮ ও ৯ এপ্রিল শিয়ালদহ থেকে শান্তিপুরের শেষ ট্রেন হবে ৩১৫৩৯ আপ।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া নিয়ে হাওড়া জেলাশাসকের দফতর এলাকা রণক্ষেত্র

ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া : বিধানসভা ভোটের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে হাওড়া জেলাশাসকের দফতর চত্বর। সোমবার দুপুরে হাওড়া সদরের একাধিক কেন্দ্রের বাম প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশ নিয়ে তৃণমূল ও সিপিআই(এম) দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। এদিন দুপুরে হাওড়া সদরের বাম প্রার্থীরা বিশাল মিছিল করে জেলাশাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বামেদের মিছিলটি দফতরের সামনে পৌঁছালে সেখানে উপস্থিত তৃণমূল সমর্থকরা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে শুরু করেন। পালটা বাম কর্মী-সমর্থকরাও তৃণমূলকে লক্ষ্য করে ‘চোর চোর’ স্লোগান তোলেন। মুহূর্তের মধ্যে এলাকা স্লোগান ও পালটা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি ধস্তাধস্তির পর্যায়ে পৌঁছোলে পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে দু’পক্ষকে সরিয়ে দেয়। তৃণমূল কর্মী পূর্ণিমা আইচ অভিযোগ করেন, ‘বামেদের মিছিল থেকে মহিলাদের লক্ষ্য করে অশালীন গালিগালাজ করা হয়েছে। আমরা শুধু জয় বাংলা বলেছিলাম, তাতেই ওরা আমাদের ওপর চড়াও হয়। পুলিশ আমাদের সহযোগিতা না করে উলটে আমাদের র‌্যালি আটকে দিয়েছে।’ এদিকে, তৃণমূলের সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন সিপিআই(এম) দলের জেলা সম্পাদক দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ‘তৃণমূলের সংস্কৃতিই হল অশান্তি করা। বামেরা কখনোই নারীদের ওপর অত্যাচার সমর্থন করে না। এদিন শুধু রাজনৈতিক স্লোগান ও পালটা স্লোগান হয়েছে। কোনো অশালীন ভাষা বা মহিলাদের ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেনি।’ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল তৌসিফ আলি আজহার। নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে তিনি জানান, ‘নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনেই সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জেলাশাসকের দফতরের ১০০ মিটারের মধ্যে কড়া নজরদারি চলছে। ভেতরে ৫ জনের বেশি প্রবেশাধিকার নেই। বড়ো ধরনের কোনো অশান্তি হয়নি। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ এদিন তৃণমূলের পক্ষ থেকে হাওড়া সদর এলাকার অরূপ রায় (মধ্য হাওড়া) কৈলাস মিশ্র (বালি) নন্দিতা চৌধুরী (দক্ষিণ হাওড়া) সহ ৯টি বিধানসভার প্রার্থীরা মিছিল করে এসে মনোনয়ন জমা দেন। অন্যদিকে, বামেদের পক্ষ থেকেও এদিন ৮জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র পেশ করেন।

প্রতিবাদে রাস্তায় ল-ক্লার্ক সংগঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : মালদহের কালিয়াচকে ৭ বিচারককে হেনস্থার ঘটনায় এবার প্রতিবাদে পথে নামল পশ্চিমবঙ্গ ল-ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন। গোটা রাজ্যের সঙ্গে সোমবার বর্ধমানেও এই সংগঠনের পক্ষ থেকে ধিক্কার মৌন মিছিল করা হয় আদালত চত্বরে। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি বিপত্তারণ আইচ বলেন, ‘মালদহের কালিয়াচকে বিচারব্যবস্থার ওপর যে আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে তাকে আমরা প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাচ্ছি। প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে চুপ ছিল। এই ঘটনা খুবই ন্যক্কারজনক। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির নির্দেশ পাওয়ার পর বিচারপতিরা ঘেরাওমুক্ত হন। এই ঘটনাকে আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। গোটা রাজ্যে আমাদের ৫০ হাজার সদস্য রয়েছেন। কালিয়াচকের ঘটনা গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ বিচারব্যবস্থার ওপর আক্রমণ। এই ঘটনা আবার ঘটলে আমরা সাংগঠনিকভাবে তার প্রতিবাদে নামব। যত বড় গুণ্ডাই হোক আমরা প্রতিবাদ জানাব।’ এদিন গোটা রাজ্যের সব জায়গায় ল-ক্লার্করা এই প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল করেন। ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে সেজন্য তাঁরা জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদনও জানান।

রেলের কনসলিডেট বাজেটে ঘাটাল লাইনের টাকা বরাদ্দ

সুমনকুমার দাস, খড়্গপুর : রেলের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের ‘কনসলিডেটেড বাজেট স্টেটমেন্ট’ এ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একাধিক প্রকল্পের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার সংযোগকারী নয়া রেলপথ ঘাটাল-পাশকুড়া ও আরামবাগ-ইড়পালা ২টি লাইনের জন্য টাকা বরাদ্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত কনসলিডেটেড বাজেট স্টেটমেন্টে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রকল্পের মোট বরাদ্দ, ঋণের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো সবিস্তারে জানানো হয়। এই বাজেটে দেখা গেছে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পাঁশকুড়া থেকে খড়্গাপুর পর্যন্ত ৪৪ কিলোমিটার ৭০০ মিটার দীর্ঘ তৃতীয় লাইনের কাজের সঙ্গে মেটেরিয়াল মডিফিকেশন যুক্ত করা হয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমেই পাঁশকুড়া থেকে ঘাটাল পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার ৮০০ মিটার দীর্ঘ নতুন রেলপথের সংস্থান রাখা হয়েছে। ওই ২টি প্রকল্পের জন্য মোট ৪২৯ কোটি ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ইড়পালা থেকে ঘাটাল ১১ কিলোমিটার ২০০ মিটার রেলপথের কথা বলা হয়েছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের মতো রেলপথের দাবিও দীর্ঘদিনের। ঘাটালের বাসিন্দাদের বক্তব্য, রেলপথের বিষয়টি শুধুমাত্র বাজেটে উল্লেখ না থেকে বাস্তবায়িত হোক।

পার্টি অফিসে ৩ ঘণ্টা সময় না দিলে বিচার হবে তৃণমূল নেতার হুমকি ভিডিও ভাইরাল

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : ‘প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা সময় দিতে হবে পার্টি অফিসে। এটা অনুরোধ নয়, আদেশ। না মানলে ৪ তারিখের পর বিচার হবে’-- ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে (যার সত্যতা সুখবর যাচাই করেনি) এমনই হুমকি বার্তা শোনা যায় তৃণমূল নেতার। সামাজিক মাধ্যমে শাসকনেতার এই হুঁশিয়ারি ঘিরে শোরগোল পড়েছে বর্ধমানে। স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী তরজাও। ভিডিও বার্তায় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন জেলা সভাপতি ইফতিকার আহমেদ ওরফে পাপ্পু বলেন, ‘নমস্কার, সকলে জানো যে আমি অসুস্থ। তা সত্ত্বেও আমাকে এই ভিডিওটা করতে হল। আমরা সকলেই জানি যে সামনে ২৭ (২৯ এপ্রিল) তারিখ আমাদের এখানে ভোট ও ৪ তারিখ রেজাল্ট। এই মাসে যেখানে ২৭ তারিখ ভোট সেই ভোটকে সামনে রেখে আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেস করি যারা তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় ব্যবসাপাতি, ছোটোখাটো চাকরি বা দোকানপাট চালাচ্ছি, তাদের বিশেষ করে দায়িত্ব এই দলটাকে রাখার ও ইলেকশনের সময় দলের পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু আমরা দেখছি কয়েকদিন মেহেদি বাগানের অফিস আবার সেই ফাঁকা। মুষ্টিমেয় লোক সবসময় থাকে তারাই শুধু আসছে। এর ফলে আমরা বুঝে নিতে বাধ্য হচ্ছি, যারা আসছে না, তারা হয়তো ভাবছে যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে না, বা তারা সব পাঁচিলে উঠে পড়েছে। সেভাবে যদি তোমাদের মনে হয়, তাহলে আমরাও কিন্তু আগামী দিন থেকে ফলো রাখবো। যারা আসছে না তাদের আমরা বলব যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এখন আছে আর ৪ তারিখের পর তাদের বিচার হবে। প্রত্যেককে বলব যদি তোমরা সত্যিকারের দলটা করো তাহলে আমার এই ভিডিও পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক তোমাদের দোকান, ব্যবসাপাট, চাকরি যা আছে আমরা সব বুঝে নেব। সব ছেড়ে সন্ধ্যার পর থেকে অবশ্যই পার্টি অফিস আসতে হবে। দোকানে লোক থাকুক না থাকুক দোকান বন্ধ করেও আসতে হবে পার্টি অফিসে। সন্ধ্যার পর ৭টা থেকে ১০টার মধ্যে পার্টি অফিসে ৩ ঘণ্টা সময় দিতে হবে। বিভিন্ন কর্মসূচি থাকে সেই কর্মসূচিগুলো ফলোআপ করতে হবে। এটা শুধু আমাদের অনুরোধ নয়, এট আদেশ তাই প্রত্যেককে বলব যে আপনারা খুব সাবধানে নিজেদের ডিসিশন নেবেন।’ এদিকে, এই হুমকি বার্তার ঘটনায় বিজেপি নেতা পূরব ওরফে পিন্টু স্যামের কটাক্ষ, ‘তৃণমূলের এমন অবস্থা পার্টি অফিসে আলো জ্বালানোর লোক নেই। তাই এভাবে হুমকি দিতে হচ্ছে। ভোটের ফল ঘোষণার পর তাসের ঘরের মতো তৃণমূল ভেঙে যাবে। দোকানদার উদ্দেশে বিজেপির বার্তা, আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমরা কমিশনের কাছে গোটা বিষয়টি জানাব।’ অন্যদিকে, জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলামের পালটা যুক্তি, ‘বেশ করেছে। ইফতিকার আমাদের দলের নেতা, তিনি দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের নির্দেশ দিতেই পারেন। এটা নিয়ে হইচই করার কী আছে।’

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি শাখা
বারাসাত জোনাল অফিস
দ্বিতীয় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর-১, বিধাননগর, কলকাতা- ৭০০০৬৪

ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৮-০৪-২০২৬

ব্যাঙ্কের বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলি বিক্রয়ের জন্য জনবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সিকিওরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর (৫৪/২০০২) এর ১৩(১২) সেকশন সহ সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর ৮ ও ৯ নং রুলের আওতায় দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, ঋণগ্রহণকারীদের / জামিনদারদের কাছে এবং অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি অধিগ্রহণ করেছেন। উক্ত অ্যাক্টের ৮ নং রুলের আওতায় ৫ ও ৬ নং সাব রুল অনুযায়ী অনুমোদিত আধিকারিক অফার সমূহকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বর্ণিত ই-অকশন এর তারিখ, স্থান ও সময় নির্বাচন করে। সার্বিকভাবে জনসাধারণ এবং ঋণগ্রহণকারীগণ এবং জামিনদারগণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, সারফায়েসি অ্যাক্টের আওতায় যে ই-নিলামটি অনুষ্ঠিত হবে তার সম্পত্তিগুলি সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ অনুযায়ী শর্তাবলী সাপেক্ষে সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে এবং ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধ করতে নিম্নোক্ত শর্তাবলী গুলি মানা হবে।

শাখা / ঋণগ্রহণকারী গণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া মূল্য (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) ও অগ্রিম মূল্য (ইএমডি, টাকায়)
কৈখালি শাখা ঋণগ্রহণকারী গণ : মি. মিত্রজিৎ ঘোষ ও রূপা আচার্য (প্যান নং- ANKPG4800B & DZJPA5237A) ঠিকানা : পিতা : সন্তোষ ঘোষ, গভ: কলোনী, ৯ রাজারহাট গোপালপুর, এম অশ্বিনীনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৫৯	ফ্ল্যাট নং- ৭২ (১বিএইচকে, সুপার বিল্টআপ এলাকা ৪০০ বর্গফুট, জমি ও কমন এলাকার সমান সুযোগ সুবিধা সহ ৩২৪ বর্গফুট), দ্বিতীয় তল, রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং, ব্লক-এ২, ভিকি হাউসিং কমপ্লেক্স, হোল্ডিং নং- ১১৬, মোল্লাপাড়া স্ট্রীট, মৌজা : মোল্লাপাড়া, আরএস ও এলআর দাগ নং- ১৭২, আরএস খতিয়ান নং - ০২, এলআর খতিয়ান নং - ৮৬৮, ৮৭১, ৮৭৩, ৮৭৯, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৯৮ ও ৯৯৮, থানা : মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৫-তে মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১নং ওয়ার্ডের আওতায় কলকাতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনাতে নিবন্ধীকৃত।	২৮.০২.২০২৪ তারিখের হিসাবে ৬,৮৪,৬৫৩.২২টাকা (মূল + সুদ) ও এর পরের সুদ ও চার্জ সহ	০১.০৩.২০২৪ ও ০৩.০৮.২০২৪ (ফিজিক্যাল পজেশন)	৮,৪০,০০০/-টাকা ও ৮৪,০০০/-টাকা
কৈখালি শাখা ঋণগ্রহণকারী গণ : মিসেস সুমিতা ভৌমিক ও মি. মৃণ্ময় ভৌমিক ঠিকানা : ১১৪, নিউ কলোনী সোদপুর, পানিহাটি পুরসভা, ওয়ার্ড নং - ১২, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ১১০, পশ্চিমবঙ্গ	কমবেশি ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ এলাকা সহ ৩ তলা বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট নং- এফ১-এর সমস্ত অংশ যেটি হোল্ডিং নং- ১১৪, নিউ কলোনী সোদপুর, মৌজা : সোদপুর, জেএল নং - ৮, আরএস নং - ৪৫, এলওপি নং- ২এ, আরএস দাগ নং- ৬৬৩ (পি), আরএস খতিয়ান নং- ২, থানা : খড়দা, পানিহাটি পুরসভার ১২নং ওয়ার্ডের আওতায় জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১১০-তে ২টি বেডরুম, ১টি কিচেন-কাম-ডাইনিং ড্রয়িং, ১টি টয়লেট নিয়ে অবস্থিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি — উত্তরে:** এলওপি নং- ৪, মানিক দে-র বাড়ি, **দক্ষিণে :** ১৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপল রোড, **পূর্বে :** এলওপি নং- ২বি এম ব্যানার্জীর বাড়ী, **পশ্চিমে:** ১৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপল রোড। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি — উত্তরে:** খোলা আকাশ, **দক্ষিণে :** খোলা আকাশ, **পূর্বে :** খোলা আকাশ, **পশ্চিমে:** সিঁড়ি ও কমন করিডর।	০৬.১১.২০২৫ তারিখের হিসাবে ২০,৯০,০০৪/-টাকা ও এর পরের সুদ ও চার্জ সহ	৩১.০৭.২০২৩ ও ১৯.১০.২০২৩ (ফিজিক্যাল পজেশন)	১৯,৮৩,৬০০/-টাকা ও ১,৯৮,৩৬০/-টাকা
কৈখালি শাখা ঋণগ্রহণকারী গণ : মি. সুপ্রিয় রায় ও মিসেস মৌসুমী রায় ঠিকানা : ১১৪, নিউ কলোনী সোদপুর, পানিহাটি পুরসভা, ওয়ার্ড নং - ১২, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ১১০, পশ্চিমবঙ্গ	কমবেশি ৬০৭ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ এলাকা সহ ৩ তলা বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট নং- জি১ (দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর দিকে)-এর সমস্ত অংশ যেটি হোল্ডিং নং- ১১৪, নিউ কলোনী সোদপুর, মৌজা : সোদপুর, জেএল নং - ৮, আরএস নং - ৪৫, এলওপি নং- ২এ, আরএস দাগ নং- ৬৬৩ (পি), আরএস খতিয়ান নং- ২, থানা : খড়দা, পানিহাটি পুরসভার ১২নং ওয়ার্ডের আওতায় জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১১০-তে ১টি বেডরুম, ১টি কিচেন-কাম-ডাইনিং ড্রয়িং, ১টি টয়লেট নিয়ে অবস্থিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি — উত্তরে:** এলওপি নং- ৪, মানিক দে-র বাড়ি, **দক্ষিণে :** ১৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপল রোড, **পূর্বে :** এলওপি নং- ২বি এম ব্যানার্জীর বাড়ী, **পশ্চিমে:** ১৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপল রোড। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি — উত্তরে:** খোলা আকাশ, **দক্ষিণে :** খোলা আকাশ, **পূর্বে :** খোলা আকাশ, **পশ্চিমে:** সিঁড়ি ও কমন করিডর।	০৬.১১.২০২৫ তারিখের হিসাবে ২০,১২,৪৫১/-টাকা ও এর পরের সুদ ও চার্জ সহ	১১.০৫.২০২৩ ও ১৯.০৯.২০২৩ (ফিজিক্যাল পজেশন)	১৪,১৬,৬০০/-টাকা ও ১,৪১,৬৬০/-টাকা
ফুলিয়া শাখা ঋণগ্রহণকারী : শ্রীমতি শেফালী বিশ্বাস স্বামী : মহাদেব বিশ্বাস ঠিকানা : প্রফুল্ল নগর, জোতিপাড়া, বেলেমাঠ, পিন - ৭৪১৪০২	জমি ও বিল্ডিংয়ের সমস্ত অংশ যেটি মৌজা : পুমিলা, জেএল নং - ৫৫, [illegible]	২১.০৭.২০২৩ তারিখের হিসাবে ৬,০৭,৩৯৮/-টাকা ও এর পরের সুদ ও চার্জ সহ	২১.০৭.২০২৩ ও ১৬.১২.২০২৩ (ফিজিক্যাল পজেশন)	২,৮৮,০০০/-টাকা ও ২৮,৮০০/-টাকা
সিলিন্দা শাখা ঋণগ্রহণকারী : মি. উত্তম বিশ্বাস জামিনদার : মিসেস. সীমা বিশ্বাস ঠিকানা : [illegible], থানা : চাকদা, জেলা : নদীয়া, পিন - ৭৪১২২৩	[illegible]	০৩.০৫.২০২৪ তারিখের হিসাবে ১০,৫২,১৩৮/-টাকা ও এর পরের সুদ ও চার্জ সহ	০৩.০৫.২০২৪ ও ২৫.০৭.২০২৪ (ফিজিক্যাল পজেশন)	১০,৮০,০০০/-টাকা ও ১,০৮,০০০/-টাকা
চাকদহ শাখা ঋণগ্রহণকারী : মি. শঙ্কর কুমার রায় ও মিসেস পুতুল পাণ্ডব রায় ঠিকানা : [illegible], জেলা : নদীয়া, পিন - ৭৪১২২২	[illegible]	২০.১১.২০২৩ তারিখের হিসাবে ৩৫,০৬,১৪৫/-টাকা ও এর পরের সুদ ও চার্জ সহ	০১.০৩.২০২৪ ও ০৬.০৬.২০২৪ (ফিজিক্যাল পজেশন)	২৫,২০,০০০/-টাকা ও ২,৫২,০০০/-টাকা

শর্তাবলী :
[illegible]
(xiv) উক্ত নিলাম সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ www.bankofindia.bank.in [illegible]

তারিখ : ০৭.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বাক্ষর / - অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া